আপনার নতুন জীবন!

এই পাঠের বিষয়বস্তু:

খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাস করা কোন সাধারণ বিষয় নয়। ইহা সম্পূর্ণরূপে এক নতুন ও পৃথক ধরণের জীবন। খ্রীষ্টের সুসমাচারের সহিত ঈশ্বরের যে প্রচণ্ড শক্তি ও আশীর্বাদ আপনার জন্য নেমে আসে তা শুধুমাত্র প্রথমবার তাঁর উপর বিশ্বাস করার সময় হয় তা নয়। কিন্তু ঈশ্বর প্রদত্ত জীবন যখন আপনি ক্রমাগতভাবে অতিবাহিত করবেন তার জন্যও।

এই পাঠে শিক্ষার বিষয় হল:

- **খ্রীষ্টে আপনার নতুন জীবন!**
- **আপনার জীবনে ইহা বাস্তব করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।**

নীচের নির্দেশ অনুযায়ী পাঠ করুন:

✓ বিষয় বস্তুটি পাঠ করুন এবং গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদগুলির তলায় দাগ দিয়ে চিহ্নিত করুন।

✓ আপনার বাইবেল থেকে পদগুলি খুঁজে বের করুন।

✓ দাগ দিয়ে রাখুন।

যতবেশী অধ্যয়ন করবেন ততবেশী বুঝতে পারবেন।

ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করুন।

আপনার নতুন জীবনের জন্য পাঁচটি স্তম্ভ

২করি: ৫:১৭ "যদি কেহ খ্রীষ্টেতে থাকে তবে সে এক নতুন সৃষ্টি; পুরাতন বিষয়গুলি অতীত হইয়াছে, দেখ সেগুলি নতুন হইয়া উঠিয়াছে!" হাল্লেলুইয়া! প্রকৃতই এটা সত্য। যখন আপনি খ্রীষ্টকে

কলসীয় ১:১৩ গ্রহণ করেছেন, ঈশ্বর আপনাকে অন্ধকারের রাজ্য থেকে যীশুর রাজ্যে নিয়ে এসেছে।

আপনি অনুভব করুন বা নাই করুন, সত্য হল এই যে, আপনি এক নতুন রাজ্যে বাস করছেন। একটু কল্পনা করুন, যখন কোন এক ব্যক্তি তাঁর নাগরিকতা এক দেশ থেকে অপর দেশে স্থানান্তর করে, সেই ব্যক্তি তখনই নতুন নাগরিকতা অনুভব করে যখন নতুন নাগরিকতার সুবিধাসকল ভোগ করতে শুরু করে। এবং তখনই কেবলমাত্র তার পরিচয়ের পরিবর্তন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। আপনার জন্যও ইহা সত্য! এই পাঠে আপনি শিখবেন, কেমন করে এই নতুন ঈশ্বরীয় রাজ্যে বাস করতে হয়। আসুন পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য আমরা দেখি: বাপ্তিস্ম, সহভাগীতা, বাইবেল অধ্যয়ন, প্রার্থনা ও আরাধনা এবং অপরের সঙ্গে আপনার বিশ্বাসকে সহভাগীতা করা।

১ বাপ্তিস্ম

প্রেরিত ২:১৪-৪১ পিতর পঞ্চাশত্তমীর দিনে প্রথমবার যখন প্রচার করেছিল লোকেরা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিল এবং পরিবর্তিত হতে চেয়েছিল। প্রচারের মাধ্যমে তাদের

১ বাপ্তিস্ম (ক্রমশঃ)

সকলকে অনুতাপ ও বিশ্বাস করতে বলা হয়েছিল। লোকেরা জিজ্ঞাসা করেছিল:
প্রেরিত ২:৩৭,৩৮ "ভ্রাতৃগণ, আমরা কি করিব?" পিতর তখন তাহাদিগকে কহিলেন, 'মন ফিরাও এবং তোমরা প্রত্যেকজন তোমাদের পাপমোচনের নিমিত্ত যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তাইজিত হও, তাহা হইলে পবিত্র আত্মারূপ দান প্রাপ্ত হইবে।"' অতএব ইহা খুবই স্পষ্ট যে, ঈশ্বরের রাজ্যের নাগরিক হবার জন্য তাঁরা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। প্রথমতঃ
প্রেরিত২:৩৮,৪১ তারা অনুতাপ করেছিল। তাঁরা পাপ থেকে ঈশ্বরের দিকে ফিরেছিল। দ্বিতীয়তঃ
প্রেরিত ৮:৩৮ তাঁরা বাপ্তিস্ম নিয়েছিল - জলে নিমজ্জিত হয়ে।

বাপ্তিস্ম কি?

মথি ২৮:১৯ যীশু স্বয়ং বাপ্তিস্মের আজ্ঞা দিয়েছেন: "অতএব তোমরা গিয়ে সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজিত কর।" বাপ্তিস্মের দ্বারা আপনি খ্রীষ্টের মৃত্যু আর পুনরুত্থানের সঙ্গে সম্মিলিত হয়েছেন। আপনি পুরাতন জীবনের প্রতি মরলেন আর প্রভু যীশুতে আনন্দময় জীবনে পুনরুত্থিত
রোমীয় ৬:৩,৪ হলেন! সাধু পৌল বলছেন: "...আমরা যত লোক খ্রীষ্ট যীশুর উদ্দেশ্যে বাপ্তাইজিত হইয়াছি, সকলে তাঁহার মৃত্যুর উদ্দেশ্যে বাপ্তাইজিত হইয়াছি। অতএব আমরা তাঁহার মৃত্যুর উদ্দেশ্যে বাপ্তিস্ম দ্বারা তাঁহার সহিত সমাধি প্রাপ্ত হইয়াছি; যেন খ্রীষ্ট যেমন পিতার মহিমা দ্বারা মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপিত হইলেন, তেমনি আমরাও জীবনের নুতনতায় চলি।"

বাপ্তিস্ম তিনটি বিষয়কে প্রতিফলিত করে যা যীশুর দ্বারা সম্পাদিত হয়েছিল

যীশু আমাদের সমস্ত পাপের ভার তুলে নিয়েছেনট্ট

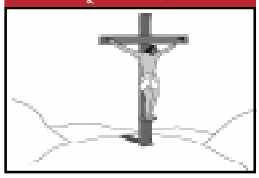

২করিন্থীয় ৫:২১

১ যীশু আমাদের সমস্ত পাপভার ও দণ্ডাজ্ঞা নিজের উপর তুলে নিয়েছেন। আমাদের কারণেই তার মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল। "যিনি পাপ জানেন নাই, তাঁহাকে তিনি আমাদের পক্ষে পাপস্বরূপ করিলেন, যেন আমরা তাঁহাতে ঈশ্বরে ধার্মিকতাস্বরূপ হই।"

তিনি মৃত্যুবরণ করলেন ও কবরপ্রাপ্ত হলেন

রোমীয় ৬:৭

২ যখন যীশু মৃত্যুবরণ করলেন আর কবরপ্রাপ্ত হলেন তখন তিনি পাপের বন্ধন ও শক্তিকে ভেঙে দিলেন, "কেননা যে মরিয়াছে সে পাপ হইতে ধার্মিক গণিত হইয়াছে।" তারপর যীশু পুনরুত্থিত হন!

তিনি নতুন জীবন নিয়ে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন

রোমীয় ৮:১১

ইব্রীয় ৭:২৫

৩ তৃতীয় দিনে যীশু পুনরুত্থিত হন! ঈশ্বরের আত্মা দ্বারাই তিনি পুনরুত্থিত হন। এখন তিনি পিতার ডান পাশে বসে আছেন, আর যাহারা তাঁর দ্বারা ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত হয়, তাহাদের নিমিত্ত অনুরোধ করণার্থে তিনি সতত জীবিত আছেন।

আপনার নতুন জীবন

আপনার বাপ্তিস্ম গ্রহণ নিম্নলিখিত তিনটি ধাপকে প্রতিফলিত করে

পাপের অধীনে আপনার পুরাতন জীবন

ইফিষীয় ৪:২২-৩২

১থিসলনীকিয় ১:৯

লূক ৯:২৩-২৫

১ ক্রুশ

ক্রুশ আপনার পুরাতন জীবন যা অন্ধকারের রাজত্বের জীবন তার পক্ষে মরে যাওয়াকে বোঝাচ্ছে। এর অর্থ:

- আপনি আপনার স্বার্থপর পুরাতন জীবনকে ত্যাগ করেছেন।
- বিজাতীয় "দেবদেবীগণ" যার দাসত্বে আপনি ছিলেন তা পরিত্যাগ করেছেন।
- বাকী সম্পূর্ণ জীবনে খ্রীষ্টকে অনুসরণ করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পশ্চাতের পুরাতন জীবনের পক্ষে দরজা বন্ধ করে নতুন জীবনে প্রবেশ করলেন!

বাপ্তিস্মের মাধ্যমে পুরাতন জীবনের অবসান

রোমীয় ৬:৬

১ পিতর ২:২৪

রোমীয় ৬:৭

২ সমাধি

আপনি জলে নিমজ্জিত হচ্ছেন তার অর্থ হল আপনার পুরাতন জীবন সমাধিপ্রাপ্ত হল। ইহা ঠিক যেন কবরের ভিতরে মৃতদেহ। পাপের শক্তি ছিন্ন হল, পাপের প্রতি দাসত্ব শেষ হল, "যেন আমার পাপের পক্ষে মরিয়া ধার্মিকতার পক্ষে জীবিত হই।" যে কেহ মৃত্যু বরণ করিয়াছে সে পাপ থেকে মুক্ত হয়েছে। এই মৃত্যুই হল আপনার পক্ষে স্বতন্ত্রতা!

বিজয়ী ও আনন্দপূর্ণ নতুন জীবন

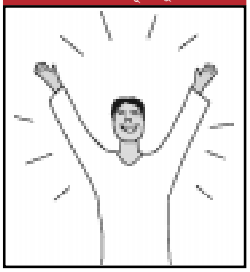

২ করিন্থীয় ৫:১৭
কলসীয় ২:১২
যোহন ১১:২৫,২৬
ইফিষীয় ১:১৯,২০

৩ পুনরুত্থান

আপনি জল থেকে বেরিয়ে এসেই নতুন জীবনে প্রবেশ করেন। পরিত্রাণ গ্রহণের সময় যে অলৌকিক কার্য্য সাধিত হয়ে থাকে সেটাই বাপ্তিস্ম প্রকাশ করে। কাজেই আপনি এক নতুন সৃষ্টি হয়েছেন।

আপনি খ্রীষ্টের সহিত উত্থিত হয়েছেন এবং তাঁহার সহিত জীবিত হয়েছেন। কেননা আপনি বিশ্বাস করেছেন। মৃত্যুকে অতিক্রম করে জীবনে পৌঁচেছেন। তাঁর অলৌকিক পুনরুত্থান শক্তি আপনার জন্য!

যীশু চান আপনি যেন বাপ্তিস্ম নিন

মার্ক ১৬:১৬

প্রেরিত ২:৪১

রোমীয় ১০:৯,১০

ইফিষীয় ২:৮,৯

যীশু বলেছেন: "যে বিশ্বাস করে ও বাপ্তাইজিত হয়, সে পরিত্রাণ পাইবে; কিন্তু যে অবিশ্বাস করে, তাহার দণ্ডাজ্ঞা করা যাইবে।" এর অর্থ হল এই যে, যীশুর বাধ্যতা হিসেবে প্রত্যেক বিশ্বাসীর বাপ্তিস্ম নেওয়া প্রয়োজন। অবশ্য এই বাপ্তিস্মই যে পরিত্রাণ দেয় তা নয় কিন্তু যীশুকে ব্যক্তিগত প্রভু বলে বিশ্বাস ও স্বীকারোক্তির মাধ্যমেই আপনি পরিত্রাণ পেয়েছেন। বাপ্তিস্ম হল খ্রীষ্টেতে আপনার নতুন জীবনের এক বাহ্যিক প্রকাশ। কাজেই আপনি যদি পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে জলের বাপ্তিস্ম না নিয়ে থাকেন, তাহলে এটা একটা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ এবং আপনি সেটা নিন আর আপনি সুন্দরভাবে আশীর্বাদযুক্ত হবেন!

২ মণ্ডলী: অন্যান্য বিশ্বাসীদের সহিত সহভাগীতা

প্রেরিত ২:৪১-৪২

প্রথম বিশ্বাসীদের জীবন ধারায় আমুল পরিবর্তন এসেছিল: "তখন যাহারা পিতরের প্রচার শুনেছিল ও তাঁহার কথা গ্রাহ্য করিল তাহারা বাপ্তাইজিত হইল; তাহাতে সেইদিন কমবেশী তিন হাজার লোক তাহাদের সহিত সংযুক্ত হইল। আর তাহারা প্রেরিতদের শিক্ষায় ও

মথি ২৮:২০

সহভাগীতায়, রুটি ভাঙ্গায় ও প্রার্থনায় নিবিষ্ট থাকিল।" একজন বিশ্বাসী কখনই একা নয়; কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে সবসময় তাঁর এক ঘনিষ্ঠ সহভাগীতা থাকে। শুধু তাই নয় কিন্তু একটি

১করি: ১২:১২-১৩

দেহের মধ্যে বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে যেমন সম্পর্ক আছে তেমনি সকল বিশ্বাসীরা একে

১যোহন ৪:১৯

অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। আমাদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই, কেননা আমাদের এক নতুন কেন্দ্র বিন্দু আছে যা হল যীশু। আমরা একে অপরকে ভালোবাসি কারণ যীশু আমাদের প্রথমে ভালোবেসেছেন। প্রথম বিশ্বাসীদের জীবনে এই অভিজ্ঞতা এক বাস্তব অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়েছিল। তাহারা বিভিন্ন গৃহে সমবেত হইত। তাহারা সকলে একসঙ্গে সমস্তই সাধারণে রাখিত, আর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া, যাহার যেমন প্রয়োজন তদনুসারে সকলকে অংশ করিয়া দিত। আর তাহারা প্রতিদিন একচিত্তে ধর্মধামে নিবিষ্ট থাকিয়া এবং বাটিতে রুটি ভাঙ্গিয়া উল্লাসে ও হৃদয়ের সরলতায় খাদ্য গ্রহণ করিত। তাহারা ঈশ্বরের প্রশংসা করিত এবং সকল লোকের প্রীতির পাত্র হইল। দেখুন, তারা যখন যীশু কেন্দ্রিক ও ঘনিষ্ঠ সহভাগীতার জীবনযাপন করল তখন প্রতিদিন লোকেরা পরিত্রাণ পেতে লাগল! এটা তো আপনার ও প্রয়োজন, অন্যান্য বিশ্বাসীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহভাগীতা। ঈশ্বরের কাছে যাচ্ঞা করুন যেন আনন্দ সহকারে যারা তাঁর প্রশংসা করে এবং যেখানে পরিত্রাণ আরোগ্যলাভ ও স্বতন্ত্র করবার জন্য ঈশ্বরের পরাক্রম উপস্থিত আছে সেখানে সম্মিলিত হতে পারেন। সম্ভব হলে আপনার ঘর সহবিশ্বাসীবর্গের সহভাগীতার জন্য খুলে দিন। ঈশ্বরের ভালোবাসা অপরের কাছে প্রকাশ করুন তাহলে তাঁরা প্রভুর পথে আসবে।

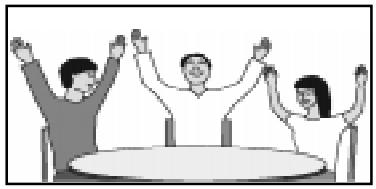

প্রেরিত ২:৪৪,৪৭
প্রেরিত ৪:৩২,৩৫

১করি: ১১:২৩,২৬

৩ বাইবেল : আপনার দৈনিক আহার

প্রেরিত ২:৪২

প্রথম শতাব্দীর বিশ্বাসীরা প্রেরিতদের শিক্ষায় নিবিষ্ট থাকত, যা বাইবেলে আমরা দেখি। তারা একত্রিত হয়ে, শুনত ও শিখত ও পরে তা অন্যদের কাছে তুলে ধরত বা বলত।

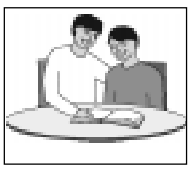

ঈশ্বরের বাক্য ঠিক যেন আহারের ন্যায়। এক শিশুর যেমন ঘন ঘন খাবারের প্রয়োজন হয় তেমনি আপনার আত্মিক

১পিতর ২:২

আহারের প্রয়োজন আছে! "নবজাত শিশুর ন্যায় পারমার্থিক অমিশ্রিত দুগ্ধের জন্য লালসা কর যাতে তার গুনে পরিত্রাণের জন্য বুদ্ধি পাও।" এক বিশ্বাসী যখন বাক্য গ্রহণ করে এবং সেই অনুসারে জীবনযাপন করে তখন সে শক্তিতে ও বিশ্বাসে বৃদ্ধি পায়।

প্রতিদিন বাইবেল পাঠে সময় ব্যতীত করা থেকে আপনাকে কোন কিছু যেন বঞ্চিত না করে। পড়ুন, অধ্যয়ন করুন। যে অনুচ্ছেদগুলি আপনার মনে দাগ কাটে সেগুলি বিশেষতঃ চিহ্নিত করে রাখুন ও মুখস্থ করুন। যত বেশী ঈশ্বরের জন্য সময় দেবেন ততই তাঁর প্রতিরূপে উন্নিত হবেন। তারপর যা শিখছেন বা শিখলেন তা অন্যের কাছেও তুলে ধরুন। তাহলে আপনি তাঁদের আশীর্বাদের কারণ হয়ে দাঁড়াবেন!

৪ প্রার্থনা ও আরাধনা

প্রেরিত ২:৪২ প্রথম বিশ্বাসীরা প্রার্থনায় নিবিষ্ট থাকত। আর তাঁরা একসাথে প্রশংসা করত। এটা
প্রেরিত ২:৪৭ হল বিশ্বাসীর নতুন জীবন ধারার এক বিশেষ অঙ্গ।

প্রার্থনা হল সদাপ্রভুর সঙ্গে সহভাগীতার পথ। আপনার অন্তরে যে সকল বিষয় আছে তা আপনি প্রার্থনা করতে পারেন। এটা হল অপরের সঙ্গে যেমন আপনি
১করি: ১৪:২১৫ কথা বলেন ঠিক তেমনি ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলা। আপনি পরভাষাতেও প্রার্থনা করতে পারেন, সেক্ষেত্রে আত্মা ঈশ্বরের সাথে আপনার অজানা ভাষায় কথা বলেন। এ সম্পর্কে পরবর্তী পাঠে বিস্তাররূপে আলোচনা করা হবে।

প্রথম বিশ্বাসীরা একসঙ্গে প্রার্থনা করতেন যা আমাদের অনুসরণের জন্য এক উদাহরণস্বরূপ। যীশু স্বয়ং সম্মিলিত প্রার্থনা সম্পর্কে এক বিশেষ প্রতিজ্ঞা করেছেন:
মথি ১৮:১৯,২০ "পৃথিবীতে তোমাদের দুইজন যাহা কিছু যাচ্ঞা করিবে, সেই বিষয়ে যদি একচিত্ত হয়, তবে আমার স্বর্গস্থ পিতা কর্ত্তৃক তাহাদের জন্য তাহা করা হইবে। কেননা যেখানে দুই কি তিনজন আমার নামে একত্রিত হয় সেইখানে আমি তাহাদের মধ্যে আছি।" একচিত্ত হয়ে প্রার্থনা করা খুবই শক্তিযুক্ত!

প্রার্থনা পরিস্থিতিকে বদলে দেয়

যখন যীশুতে বিশ্বাসীবর্গ সত্যিকরে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রার্থনা করে তখন তাঁদের প্রার্থনার ফলে পরিস্থিতি বদলে যায়। ইহা আপনি ও করতে পারেন!

প্রেরিত ১২:৫ পিতর যখন বন্দীগৃহে ছিল, মণ্ডলীর লোকেরা ঈশ্বরের কাছে মনে প্রাণে তার জন্য প্রার্থনা করেছিল। তিনি এক আশাহীন অবস্থায় ছিলেন, দুজন সৈন্যের মাঝখানে শুয়ে ছিলেন, শিকল দিয়ে বাঁধা অবস্থা, আর প্রহরীরা দ্বারের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু প্রার্থনার উত্তরস্বরূপ ঈশ্বর অলৌকিকভাবে পিতরকে মুক্ত করেছিল। আপনি যখন প্রার্থনা করবেন তখন আপনিও আশাহীন অবস্থাকে পরিবর্তিত করার মত ঈশ্বরের শক্তিকে দেখতে পাবেন।

অপরপক্ষে, যখন শাসকবর্গ প্রথম বিশ্বাসীগণকে ভয় দেখিয়েছিল এবং প্রচার বন্ধ
প্রেরিত ৪:২৪-৩১ করার চেষ্টা করেছিল, "তখন তারা উচ্চৈস্বরে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করেছিল এবং যখন তাঁরা প্রার্থনা করছিল তখন যে স্থানে তারা সমবেত হয়েছিল সেই স্থান কেঁপে উঠেছিল, এবং তারা সকলে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়েছিল আর সাহসপূর্বকভাবে তারা ঈশ্বরের বাক্য বলতে লাগল।" তাদের যে সাহসীকতার প্রয়োজন ছিল তা ঈশ্বর তাদেরকে দিয়েছিলেন!

আমাদের ঈশ্বর মহান ও চমৎকার আর প্রশংসা ও উপাসনার যোগ্য! একসঙ্গে সমবেত হয়ে প্রশংসা ও আরাধনা করবার জন্য সময় দিন। আনন্দ সহকারে ঈশ্বরের প্রশংসা গান করুন এবং ঘোষণা করুন যে, তিনি উত্তম, মহান ও ন্যায়বান! যখনই আপনি ঈশ্বরের প্রশংসা করেন তখনই অদৃশ্যমান জগতে কিছু
২বংশা: ৫:১৩,১৪ একটা ঘটে থাকে। তা হল ঈশ্বরের উপস্থিতি আবির্ভূত হয়। যেখানে প্রশংসা ও আরাধনা হয় সেখানে ঈশ্বরকে সঠিক মর্যাদা দেওয়া হয়। ফলে ঈশ্বর তার
গীত ২২:৩ প্রতাপের সহিত নেমে আসেন। আর পরিস্থিতিকে বদলে দেয়! "তুমিই পবিত্র, ইস্রায়েলের প্রশংসাকলাপ তোমার সিংহাসন।"

৫ যীশু সম্পর্কে অপরকে বলা

প্রেরিত ২:৪১,৪৭
প্রেরিত ৫:১২-১৬
প্রেরিত ৪:৩২,৩৩

প্রথম বিশ্বাসীদের জীবন ধারার মধ্যে দিয়ে সুপরিণামের চমৎকার উদাহরণ পাওয়া যায়। তারা ঘরের মধ্যে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে সমবেত হত আর প্রতিদিন লোকেরা পরিত্রাণের পথে আসত! তাঁরা প্রেম ও ঐক্যে বাস করত আর শক্তিযুক্তভাবে প্রচার করত। ঈশ্বর অলৌকিক কাজ করত, আর "অধিক সংখ্যায় নারী পুরুষ সকলে প্রভুতে বিশ্বাস করল এবং তাদের সংখ্যায় যুক্ত হল।" তাহলে আপনি দেখছেন ঈশ্বরের সঙ্গে ও একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে থাকার সুন্দর পরিণাম কিরূপ? সেই পরিস্থিতিতে প্রতিবেশীকে বলা সহজ ছিল যে: "আমার বাড়ীতে আসুন আর বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করুন।" ফলে তারা যে কেবল বন্ধুদের সাথেই দেখা পেল তা নয় বরং তারা যীশুরও দেখা পেল। এই জীবন ধারা আপনার ও হতে পারে! ঈশ্বরের নিকটে আপনি যা পেয়েছেন তা অপরের কাছে তুলে ধরুন বা বলুন। যখন কাউকে মৃত্যু থেকে অনন্ত জীবনে আসতে দেখবেন তখন আপনি জীবনে প্রচণ্ড আনন্দ উপলব্ধি করতে পারবেন। যত বেশী সাক্ষ্যদান করবেন ততই বেশী আপনি প্রভুতে বৃদ্ধি পাবেন।

আপনাকে অভিনন্দন জানাই!

আপনি "জীবনের দ্বার" এর শেষ পাঠটি অধ্যয়ন করলেন এবং আপনি সুন্দরভাবে সম্পন্ন করেছেন। যা শিখলেন তা আজীবন আপনার মধ্যে কাজ করবে! মাঝে মাঝে সময় বের করে পাঠগুলি পড়তে থাকুন।

বাইবেল অনুসন্ধান

হাতে যেমন পাঁচটি আঙ্গুল তেমনি, পাঁচটি মূল বিষয় সম্পর্কে আপনি শিখলেন। যা আপনাকে কার্য্যকরী করতে এবং জীবনের অঙ্গ করে তুলতে হবে। প্রথমতঃ বাপ্তিস্ম যা আপনার জীবনে একবার। কিন্তু বাকীগুলি দৈনন্দিন জীবনে প্রভু খ্রীষ্ট যীশুর অনুগামী হিসাবে অনুসরণ করতে হবে।

অনুশীলনী ১: বাপ্তিস্ম

(ক) বাপ্তিস্ম সম্পর্কে নিম্নলিখিত বাইবেলের পদগুলি পড়ুন আর প্রশ্নগুলির উত্তর দিন:

- মথি ২৮:১৮-২০ কে বাপ্তিস্মের নির্দেশ দিয়েছিলেন?

_____

- মার্ক ১৬:১৬, প্রেরিত ২:৩৮, ১৮:৮ বাপ্তিস্মের পূর্বে এক ব্যক্তির কোন বিষয়টি আবশ্যক?

_____

- প্রেরিত ৮:৩৬-৩৮ বাপ্তিস্মের প্রক্রিয়া বর্ণনা করে _____

_____

- প্রেরিত ১৬:১৪,১৫; ৩০-৩৪ পরিত্রাণের বার্তার প্রতি লোকেদের সাড়া কেমন ছিল?

_____

- প্রেরিত ১৬:৩৪ বিশ্বাস ও বাপ্তিস্ম কি প্রকার আবেগ এনেছিল?

_____

(খ) রোমীয় ৬:১-১৪ পড়ুন এবং আপনার খাতাতে তার সংক্ষিপ্তসার লিখুন।

২করি: ৫:১৭ **অনুশীলনী ২: এক বিশ্বাসী হিসেবে আপনার দৈনন্দিন জীবন**

যখন আপনি পরিত্রাণ পেয়েছেন, তখন আপনি একজন নূতন ব্যক্তি। "পুরাতন চলে গেছে, নূতন এসেছে।" এখন আপনি স্বয়ং ঈশ্বরের সহিত আপনার মহত্ত্বপূর্ণ জীবনযাপন করছেন। প্রেরিত ২ থেকে ৪ অধ্যায় পড়ুন আর ৮ থেকে ১০টি বিষয় লিখুন যা সেই সময়ের মণ্ডলীগুলিতে বিশ্বাসীদের জীবনের বিশেষ অংশ ছিল।

_____

_____

_____

_____

_____

কার্য্যের সময়

যাকোব ২:২৬ কর্ম ছাড়া বিশ্বাস মৃত। এখানে পাঁচটি সাধারণ বিষয়ের কার্য্যক্রম দেওয়া হল যা আপনাকে বিষয়গুলি অভ্যাসে পরিণত করতে সাহায্য করবে:

১.**সহভাগীতা:** একটা মণ্ডলীর বা বিশ্বাসীবর্গের সহভাগীতার খোঁজ করুন, যেখানে বাক্যের প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া হয় ও লোকেরা অন্তর থেকে যীশুকে ভালোবাসে। বিশ্বস্তভাবে অন্যান্য বিশ্বাসীদের সহিত যোগ দিন।

২.**বাপ্তিস্ম:** যদি আপনি খ্রীষ্ট যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র বলে বিশ্বাস করেছেন আর পাপ থেকে অনুতাপ করে ঈশ্বরের পথে ফিরেছেন তাহলে বাপ্তিস্ম নেওয়ার জন্য
প্রেরিত ৮:৩৬,৩৭ আপনার কোন বাধা নেই। মণ্ডলীর পালকদের বা সহবিশ্বাসীদের বলুন যেন আপনাকে বাপ্তিস্ম দেয়।

কার্য্যের সময় (ক্রমশঃ)

৩. **বাইবেল:** বাইবেল পাঠ দিয়ে প্রতিটি দিন শুরু করুন ও শেষ করুন। মথি লিখিত সুসমাচার দিয়ে শুরু করুন, তারপর প্রেরিত, এইভাবে পড়তে থাকুন। অপর পক্ষে পুরাতন নিয়মের আদিপুস্তক ও গীতসংহিতা দিয়ে শুরু করুন। ঈশ্বর আপনার সহিত যা কথা বলেছেন তা লিখে রাখুন। প্রত্যাশা রাখুন যেন ঈশ্বর প্রতিদিন আপনার সঙ্গে কথা বলে।

১ থিষ: ৫:১৭

৪. **প্রার্থনা ও আরাধনা:** "অনবরতঃ প্রার্থনা করুন।" সকল বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করুন। ব্যক্তিগতভাবে ও পরিবারের সঙ্গে করুন। প্রার্থনা দিয়ে দিনের শুরু ও শেষ করুন। যখনই সম্ভব মাঝে মধ্যেই অন্যান্য বিশ্বাসীদের সঙ্গে মিলে প্রার্থনা করুন। ঈশ্বর আপনার প্রার্থনা শুনেন ও উত্তর দেন।

৫. **যীশুর বিষয়ে সাক্ষ্য দিন:** ঈশ্বরের প্রেম ও পরাক্রমের সুসমাচার অপরের কাছে তুলে ধরুন। আপনার পরিবার ও বন্ধুদের দিয়ে শুরু করুন। আজই শুরু করুন।

খ্রীষ্ট যীশুতে আপনার উৎসাহপুর্ণ নতুন জীবনের ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে। হাল্লেলুইয়া!

মুখস্থ করার জন্য

মুখস্থ করুন ও ঈশ্বরের বাক্য বলুন

মুখস্থের জন্য এখানে একটি বাইবেল পদ দেওয়া হয়েছে। পদটি কয়েকবার জোরে জোরে পড়ুন। এই পাঠ থেকে আরও দুটি পদ বেছে নিয়ে মুখস্থ করুন।

"কেহ যদি খ্রীষ্টে থাকে, তবে সে নতুন সৃষ্টি হইল; পুরাতন বিষয়গুলি অতীত হইয়াছে। দেখ সেগুলি নতুন হইয়া উঠিয়াছে।"

২ করিন্থীয় ৫:১৭

বাইবেল পাঠের চাবিকাঠি হল:

- এমন এক পাঠক্রম যাতে ঈশ্বরের বাক্য থেকে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।
- এটি ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য, আবার দলগত অধ্যয়নের জন্যও ব্যবহার করা চলে।

এই পাঠক্রমের মূল ভিত্তি হলো বাইবেল, যা ঈশ্বরের শাশ্বত বাক্য। এই মহাশক্তিশালী বইটিতে আছে এই মর্ত্য জীবনে এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনেও প্রত্যেকের জন্য ধার্মিকতা ও আনন্দ খুঁজে পাওয়ার চাবিকাঠি। এই পাঠ "জীবনের দ্বার" এর প্রাথমিক শৃঙ্খলাসমূহের শেষ পাঠ।

আরো কিছু জানতে হলে এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন:

Copyright © 2000 Victura & InterMedia Services Ltd. All rights reserved. Printed in India 2002